



310680 - আলী (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধতি মাসয়ালা: আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিচ্ছেনে? এ মাসয়ালাটি কি সঠিক?

প্রশ্ন

আলী বনি আবু তালবি (রাঃ) জিজ্ঞেসে করছেন যে, “আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিচ্ছেনে? নাকি আপনার প্রভুর মাধ্যমে মুহাম্মাদকে চনিচ্ছেনে...?” শীর্ষক হাদিসটি কি সহি?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

উত্তরে সারাংশ: আলী (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধতি এ মাসয়ালাটি “আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আপনার প্রভুকে চনিচ্ছেনে?” এ উক্তটি শিয়াদের কতিবগুলোতে বড় একটি কচ্ছার অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মিথ্যা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানিকরে ও তাঁদের জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাকি এমন এক সনদ দিয়ে উল্লেখ করে যা মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়রে রাবী থেকে মুক্ত নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: আলী (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধতি উক্তরি সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য

ইবনুল জাওয়া (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, এ মাসয়ালাটি আলী (রাঃ) এর সাথে সম্বন্ধতি হওয়া মিথ্যা। তিনি তাঁর সনদ উল্লেখ করে বলেন:

মুহাম্মদ বনি আশরাস আস্-সুলামি থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মদ বনি সাঈদ আল-হারাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া বনি উবাইদুল্লাহ আত্-তাইমি ও আলী বনি ইব্রাহিম আল-হাশিমি সংবাদ দিয়েছেন ইয়াহইয়া বনি আকীল আল-খুযাই থেকে, তিনি তার পতি থেকে, তিনি আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থেকে: এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেসে করল যে, আপনি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিচ্ছেনে? নাকি আল্লাহর মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিচ্ছেনে? তিনি বলেন: যদি আমি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিতাম তাহলে মুহাম্মাদ আল্লাহর চয়ে অধিকতর আস্থাভাজন হত। আর যদি আল্লাহর মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিতাম তাহলে আমার আল্লাহর রাসূলের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, আল্লাহ নজিই আমাকে চনিয়িচ্ছেনে; কোন আকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে, যাইভাবে তিনি চয়েছেন সেইভাবে। তিনি মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে



পাঠিয়েছেন কুরআন ও ঈমান পঢ়েছে দেয়ার জন্য, হুজ্জত প্রতর্ষিষ্ঠা করার জন্য, মানুষকে ইসলামের উপর প্রতর্ষিষ্ঠা করার জন্য। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে আমি বিশ্বাস করছি। কেননা তিনি তাঁর প্রভুর নব্বিশেরে বপিরিত কছিন নিয়ে আসেননি এবং পূর্বববর্তী রাসূলদেরে বরিধেতি করেনে না। তিনি সঠিকি পখনব্বিশেরে, প্রতর্ষিরুত নিয়ে এবং পূর্বববর্তীদেরে সত্য়ায়ন নিয়ে এসেছেন।”

ইবনুল জাওয়বি বলনে: “এটি আলী আলাইহিসি সালামেরে নামে একটি বানয়েটি হাদসি। তাঁর মর্যাদা এমন কথা বলা থেকে উর্ধ্বে। এ হাদসিটি রচনার জন্য অভিযুক্ত রাবী হচ্ছে মুহাম্মদ বনি সাঈদ। তিনি ইসমাঈল থেকে এটি বর্ণনা করছেন। ইবনে আদী বলনে: ইসমাঈল নব্বিশেরে রাবীদেরে থেকে বাতলি কথাবার্তা বর্ণনা করেন। আর বর্ণনাকারী হাশমীর পরচিয় অজ্ঞাত।”[আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়া ফলি আহাদছিলি ওয়াহিয়া (২/৯৪২) থেকে সমাপ্ত]

যাহাবী (রহঃ) বলনে: “এ কথা য়ে ব্যক্তি রচনা করছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছতি করুন। এর সনদে রয়েছে: মুহাম্মদ বনি আশরাস আস-সুলামী, সয়ে একজন মথিযাবাদী। সয়ে বর্ণনা করছে মুহাম্মদ বনি সাঈদ থেকে, সয়ে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া থেকে; সয়ে-ই হচ্ছে অভিযুক্ত।”[তালখসি কতিবালি ইলাল আল-মুতানাহিয়া (পৃষ্ঠা-৩৭০) থেকে সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলনে:

আলী (রাঃ) এর উক্তি যখন তাকে বলা হল: “আপনি মুহাম্মদেরে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিচ্ছেনে? নাকি আল্লাহর মাধ্যমে মুহাম্মদকে চনিচ্ছেনে?” তিনি বললনে: আমার আল্লাহর রাসূলেরে প্রয়য়জন ছিলি না। কিন্তু, আল্লাহ নজিহে আমাকে চনিয়চ্ছেনে; কোন আকৃতি নব্বিশেরে ব্যতিরেকে, য়েইভাবে তিনি চয়েচ্ছেনে সয়েইভাবে। তিনি মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন কুরআন ও ঈমান পঢ়েছে দেয়ার জন্য....”

এটি আল-জুযুবানী তাঁর ‘আল-ওয়াহআত’ গ্রন্থে বর্ণনা করছেন। ইবনুল জাওয়বি বলছেন: “এটি আলী (রাঃ) এর নামে বানয়েটি একটি হাদসি...”[আল-ফাওয়াদে আল-মাজমুআ (পৃষ্ঠা-৪৫৫) থেকে সমাপ্ত]

এ উক্তিটি শিয়াদেরে কতিবগুলোতে বড় একটি ঘটনার অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মথিযা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানিকরে ও তাঁদেরে জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাকি়ে এমন এক সনদ দিয়ে উল্লেখ করে যা মথিযাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়েরে রাবী থেকে মুক্ত নয়। য়েমনটি উদ্ধৃত হয়েছে শিয়া ইবনে বাবাওয়াইহ আল-ক্বুমরি লখিতি ‘আত-তাওহীদ’ নামক কতিবয়ে (পৃষ্ঠা-২১০) ও অন্যান্য কতিবয়ে।



দুই: এই কথাটির অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য

সম ধরণে বক্তব্য কিছু আলমেতে গ্রন্থে পূর্ববর্তী ব্যক্তিদে দিকে সম্বন্ধতি করে উল্লেখ করা হয়েছে; তবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি উক্তটি কার।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

তিনি (আব্দুল ওয়াহাব বনি আবুল ফারাজ আল-মাকদসি) বলেন: “একদল সলফে সালহীন থেকে তা বর্ণিত আছে। তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আপনি কি মুহাম্মাদে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিচ্ছেন? নাকি আল্লাহকে তাঁর মাধ্যমে চনিচ্ছেন? তিনি বলেন: আমি আল্লাহকে তাঁর মাধ্যমে চনিচ্ছেি এবং মুহাম্মাদকে আল্লাহর মাধ্যমে চনিচ্ছেি। যদি আমি মুহাম্মাদে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিতাম; তাহলে অনুগ্রহ আল্লাহর বদলে মুহাম্মাদে জন্য হত।” [দারউ তাআরুয়ুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৫)]

তাদের এ কথা উদ্দেশ্য হল: একজন মুমনি আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকি ও হদিয়াতপ্রাপ্ত হয়ে চনিত পেরেছে। নিজেরে বুদ্ধি দিয়ে কথিবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সটো অনুধাবন করার মাধ্যমে নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর তোমরা জনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়ছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মনে নতিনে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পততি হতে। কনিতু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রয়ি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভতি করছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নয়োমত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭-৮]

তিনি আরও বলেন: “আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যকে ব্যক্তকি তার হদোয়াত দতিম; কনিতু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য নশিচয়ই আমি জনি ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নামকে পূরণ করব।” [সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৩]

কনিতু একই সময়ে তারা এটাও অস্বীকার করেন না যে, আল্লাহ তাআলা এ হদিয়াত লাভেরে জন্য কিছু উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে রাসূলগণেরে দাওয়াত ও তাদেরে শিক্ষাদান।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“আহলুস সুন্নাহর আলমেদেরে মধ্যে যারা দলি পশে করছেন যে, বান্দা আল্লাহকে চনো ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমতে ও তাঁর পরচয়ি করয়ি দেয়োর মাধ্যমে হাছলি হয় কথিবা এ জাতীয় অন্য কোনে ভাষায়— তাদেরে বক্তব্যেরে মধ্যে এ সকল তাকদীর অস্বীকারকারীদেরে বক্তব্যকে বাতলি সাব্যস্তকরণ অন্তর্ভুক্ত এটা সঠিকি। তবে এ বাতলি সাব্যস্তকরণ এমন কিছু দাবী করছে না যে, ববিকে ব্যবহারেরে মাধ্যমে জ্ঞান অর্জতি হয় না এবং এমন কিছুও দাবী



করছে না যে, রাসূলরে শিক্ষাদান, আলমেদরে শিক্ষাদান, ঈমানদারদরে শিক্ষাদান, তাদের দাওয়াত, আলোচনা ও দলিলি প্রদানরে মাধ্যমে জ্ঞান অর্জতি হয় না।

বরং এটি সুবদিতি যে, বান্দার অন্তরে জ্ঞান হাছিলি হয় কখনও মানুষরে কাছ থেকে যে আলোচনা ও শিক্ষাদান শুনতে থাকে এর মাধ্যমে; সটো কোন বুদ্ধবিত্তকি প্রমাণরে নরিদশেনা হোক কথিবা সংঘটিতি কোন বাস্তবতার সংবাদ হোক।

আবার কখনও অন্তরে চিন্তা-ভাবনা, তুলনা ও প্রমাণ উপস্থাপন সংঘটনরে মাধ্যমে হাছিলি হয়।

আবার কখনও অর্জন ও প্রমাণ উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছিলি হয়। আবার কখনও অন্তরে অর্জন করা ছাড়া আল্লাহ্ অর্জন করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে হাছিলি হয়। আর সটো হচ্ছে আল্লাহ্ মুমনিদরে অন্তরে যে ঈমান লখি দেনে— সটো বান্দার পক্ষ থেকে কোন হতের মাধ্যমে হাছিলি হোক, যমেন- চিন্তা-ভাবনা, দলিলি উপস্থাপন কথিবা অপররে পক্ষ থেকে কোন হতের মাধ্যমে হোক কথিবা কোন হতে ছাড়া হাছিলি হোক। এই হতে কথিবা পূর্বকোক্ত হতে যটোই হোক না কনে সটো আল্লাহ্ৰ কাযা (নয়িতা) ও তাকদীর (নরিধারণ)-এর মাধ্যমে অর্জতি হয়। আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপরে আল্লাহ্ৰ নয়োমত। কনেনা আল্লাহ্ বান্দার প্রতি হতে ও ফলাফলরে নয়োমত দান করছেন। এ কারণে যে ব্যক্তি ধারণা করছে যে, জ্ঞান ও ঈমান নছিক তার বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও দলিলি উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছিলি হয়ছে; যমেনটি বলতে থাকে তাকদীর অস্বীকারকারীগণ; সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। আহলে সুন্নাহ্ এ সকল আলমে এটাকই বাতলি বলছেন।”[দারউ তাআরুযুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৮) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।